প্রথম আলো

তারিখ 15 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বরিশাল বিএম কলেজ

ছাত্রীনিবাসে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৯

বরিশাল অফিস ●

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বরিশাল ব্রজমোহন (বিএম) কলেজের বনমালী ছাত্রীনিবাসে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় নয়জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে ছাত্রীনিবাসে পেয়ারা পাড়াকে কেন্দ্র করে ওই সংঘর্ষ বাধে।

আহত ছাত্রীরা হলেন ছাত্রলীগের নেত্রী মুনিরা আক্তার, শারমিন আক্তার, মারিয়া হোসেন, কান্তা ইসলাম, ইসরাত জাহান, ঝুমুর, ফাতেমা, জান্নাত ও মিষ্টি। আহত ছাত্রীদের মধ্যে শারমিন, মারিয়া ও ইসরাতকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সাধারণ ছাত্রীরা জানান, ২ নম্বর ভবন 'কাকলি' ছাত্রীনিবাসের সামনে থাকা পেয়ারাগাছ থেকে পেয়ারা পাড়তে যান ছাত্রলীগের নেত্রী মুনিরা বেগমসহ তাঁর পক্ষের কয়েকজন ছাত্রী। এ সময় ছাত্রীনিবাসে থাকা ছাত্রলীগের অপর অংশের নেত্রী হেনা তাঁর পক্ষের ছাত্রীদের নিয়ে পেয়ারা পাড়তে বাধা দেন। এ সময় উভয় নেত্রীর মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে হেনা ও তাঁর অনুসারীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালান। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। খবর পেয়ে উপাধ্যক্ষ স্বপন কুমার পাল, তত্ত্বাবধায়ক এস এম নাসিরউদ্দিন, ছাত্রীনিবাসের সংশ্লিষ্টরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

> ২ নম্বর ভবন 'কাকলি' ছাত্রীনিবাসের সামনে থাকা পেয়ারাগাছ থেকে পেয়ারা পাড়তে যান ছাত্রলীগের নেত্রী মুনিরা বেগমসহ তাঁর পক্ষের কয়েকজন ছাত্রী

ছাত্রলীগের নেত্রী মুনিরা আক্তার জানান, পেয়ারা পাড়ায় ছাত্রীনিবাসে অবৈধভাবে বাস করা হেনা ও তাঁর অনুসারী ঝুমুর, ফাতেমা, জান্নাত ও মিষ্টিসহ কয়েকজন তাঁদের ওপর হামলা চালান। তাঁরা লাঠিসোঁটা নিয়ে তাঁদের পেটান। অন্যান্য ছাত্রী ও ছাত্রীনিবাসের তত্ত্বাবধায়কেরা এসে তাঁদের উদ্ধার করেন।

এ ব্যাপারে হেনা আক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁর মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

ছাত্রলীগের নেত্রী হেনা অবৈধভাবে বাস করেন না বলে জানিয়েছেন ছাত্রীনিবাসের তত্ত্বাবধায়ক এস এম নাসিরউদ্দিন।

উপাধ্যক্ষ স্বপন কুমার পাল বলেন, খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেছেন। ঘটনা তদন্তে কমিটি করা হবে। তাদের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে জড়িত ছাত্রীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ব্রজমোহন কলেজে ছাত্রলীগের কোনো কমিটি নেই। তবে দুই পক্ষে বিভক্ত হয়ে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।